সহজে বাংলায় ওয়েবসাইট তৈরী করুন

ডঃ মশিউর রহমান

অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম কিভাবে সহজে বাংলায় ওয়েবসাইট তৈরী করা যায় তার একটা টিউটোরিয়াল লিখব। কিন্তু পেশাগত ব্যস্ততার কারণে তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। লিবিয়া থেকে মোজাম্মেল হোসেন ত্বোহা (http://www.munshigonj.com) আজকে তেমনি একটা অনুরোধ জানালেন। আর আলসেমি না করে এই টিউটোরিয়ালটি লিখলাম। পর্যায়ক্রমে বাংলায় ওয়েবসাইট তৈরীর পদ্ধতি উল্লেখ করব। আশা করব পাঠকরা বাংলায় তাদের ওয়েবসাইট তৈরীতে উৎসাহিত হবেন।

- **কোথায় আপনার ওয়েবপেজ তৈরী করবেনঃ** ইন্টারনেটে বেশ কয়েকটি সাইট আছে যেখানে ফ্রি ওয়েবসাইট তৈরী করতে পারবেন। কিছুদিন আগে গুগল সহজে ওয়েবপেজ তৈরীর সিস্টেম চালু করেছে। তবে যে সব ফ্রি সাইট আছে সেগুলিতে বিজ্ঞাপন থাকে, এবং সেগুলি এত রঙবেরঙের হয়ে থাকে যে পড়তে বেশ অসুবিধা হয়। গুগলের ক্ষেত্রে তেমন বিজ্ঞাপন নেই। গুগলের সিস্টেমটি আমি ব্যবহার করে দেখেছি, এবং খুব সহজেই তা দিয়ে ওয়েবপেজ তৈরী করতে পারবেন। আজকে গুগল এর মাধ্যমে সহজে ওয়েবসাইট তৈরী করার পদ্ধতি লিখব।
- ওয়েবপেজ html নামে একটি ভাষায় বা কোডে লিখতে হয়, কিন্তু গুগল এর ক্ষেত্রে html সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকলেও খুব সহজেই আপনার ওয়েবপেজ তৈরী করতে পারবেন। তবে যারা আগ্রহী তাদের এটি শিখবার পরামর্শ দিব কেননা খুটি নাটি পরিবর্তনের সময় বেশ সাহায্য করে।
- প্রথমে আপনার ওয়েব ব্রাউজারে নিম্নের পেজটি খুলুন http://pages.google.com ও আপনার জিমেইলের একাউন্ড দিয়ে লগিন করুন। যদি আপনার gmail এর একাউন্ট না থাকে তবে আমাকে ইমেইল দিন, আমি নতুন ইমেইল খুলার আমন্ত্রণ পাঠাব। উল্লেখ্য যে গুগলের এই সিস্টেমটি এত বেশী জনপ্রিয় যে অনেক সময় নতুন ব্যবহারকারীদের লগিন করবার সুবিধা দেয়না। আমিও প্রথমে চেষ্টা করে বিফল হয়ে মনটা খারাপ হয়েছিল। ৪/৫ মিনিট পরে আবার চেষ্টা করে দেখলাম তখন লগিন করতে পেরেছি। তাই আপনারাও মন খারাপ না করে কিছুক্ষন পরে চেষ্টা করে দেখুন।

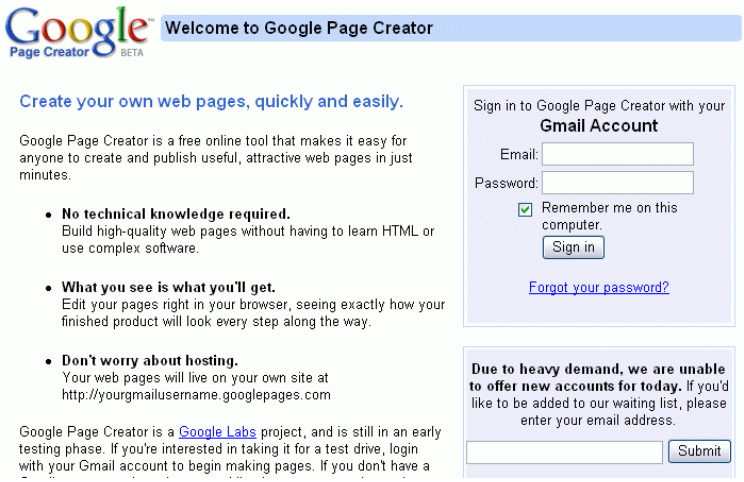

- লগিন করার পরে যে পাতা আসবে তাতে সরাসরি টাইপ করে লিখবেন এবং publish বোতামটি ক্লিক দিলে মুহূর্তের মধ্যেই আপনার ওয়েবসাইটটি চালু হয়ে যাবে। ওয়েবপেজটির ঠিকানা পেজের ঠিক নিচে লিখা আছে। যখন "Publishes to (আপনার ঠিকানা)" বোতামটি ক্লিক করবেন তখন নতুন একটি পেজ খুলবে এবং আপনার তৈরী করা পেজটি দেখতে পাবেন। যে ঠিকানাটি পাবেন, সেটিই আপনার ওয়েবসাইটের ঠিকানা। গুগুল সাধারণত "ব্যবহারকারীর নাম.googlepages.com" এই ঠিকানায় আপনার প্রথম পাতাটি শুরু করে। প্রথমে যে পেজটি দিয়ে ওয়েবসাইট শুরু হয় তাকে frontpage বা index পেজ বলি। প্রথম পাতায় এইভাবে খুব সহজেই আপনি যা লিখতে চান তা সরাসরি টাইপ করে লিখতে পারবেন। যদি publish না করে শুধু সংরক্ষন করে রাখতে চান তবে শুধু save now বোতামটি ক্লিক করুন। আপনার এই নতুন ঠিকানাটি আপনার বন্ধুদের জানিয়ে দিন।
- গুগল ১০০ মেগাবাইটের মত জায়গা আপনাকে ফ্রি দিবে। তবে এটি বেশ অনেকখানি জায়গা। আশা করি চার/পাচ বছর অনেক লিখালিখি করেও এটি শেষ করতে পারবেননা।

- **বাংলায় লিখাঃ** গুগলে এইভাবে ওয়েব পেজ তৈরীতে সরাসরি বাংলায় লিখে আপনার ওয়েবসাইট তৈরী করতে পারবেন। বাংলা টাইপের জন্য ইউনিকোড ব্যবহার করুন। বাংলা টাইপের জন্য শাব্দিক, অভ্র কিংবা একুশে স্বাধীনতা ব্যবহার করতে পারেন। বিস্তারিত আমার ব্লগ বাংলা কম্পিউটিং পড়ুন। আলাদা ভাবে অন্য কোন কিছুই করতে হবেনা। বাংলা টাইপের যে কোন সিস্টেমটি ইন্সটল করুন ও ব্যবহার করুন এবং গুগলে ওয়েবপেজ লিখবার সময় তা বাংলায় লিখুন। ব্যাস, আর কোন জটিলতা নেই, কোন কোডিং করা নেই কোন সমস্য নেই। গুগলে আপনার পেজের টাইটেলটি (একদম উপরে যেটি থাকে) বাংলায় লিখলে একটু সমস্যা হতে পারে, তবে মূল অংশে বাংলা কোন সমস্যা করবেনা।

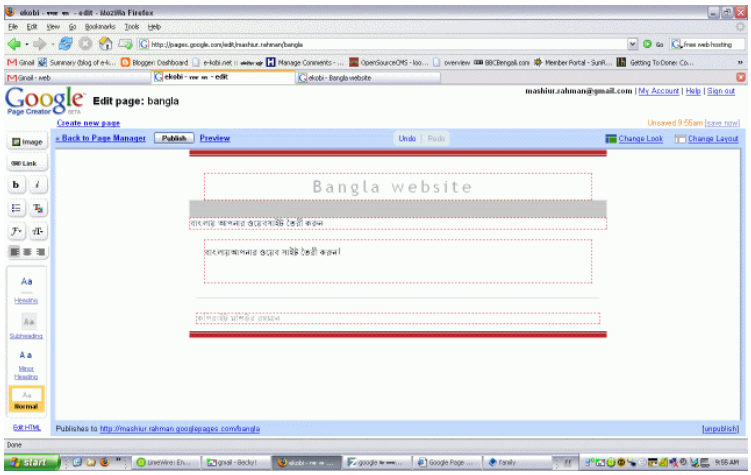

- **লিংকঃ** প্রথম পাতায় আপনার ওয়েবসাইট থেকে অন্য কোন পাতায় যাবার ব্যবস্থাকেই লিংক (link page) বলে। যেখানে লিংক রাখতে চান সেই শব্দগুলিকে প্রথমে মার্ক করুন তারপরে বামের link বোতমটি ক্লিক করুন। গুগলে লিংক চার ধরনের হতে পারে:
    - Your page: আপনার ওয়েবসাইটর মধ্যে যে পাতাগুলি আপনি তৈরী করেছেন
    - Your files যদি কোন ফাইল আপনি আপলোড করে থাকেন সেগুলির লিংক দেবার জন্য
    - Web address অন্য কোন ওয়েবসাইটের লিংক
    - Email address কোন ইমেইল ঠিকানার লিংক

- **লেআউট পরিবর্তনঃ** Change look এবং change layout দিয়ে আপনার ওয়েবপেজের লেআউট ও রঙ পরিবর্তন করতে পারবেন। গুগলের অনেকগুলি template রয়েছে সেখান থেকে আপনার পছন্দমত টেম্পলেট বেছেনিন। গুগলের সুবিধা হল একবার আপনি ওয়েবপেজ তৈরী করলে এর মাধ্যমে খুব সহজেই রং ও লেআউট পরিবর্তন করতে পারেন। এছাড়া বামে আপনি ফন্টের রং ও সাইজ পরিবর্তন করবার বোতাম পাবেন। সেগুলি দিয়ে মনের মত ফন্টের রঙ পরিবর্তন করুন।
- **ফাইল আপলোডঃ** যদি আপনার কোন ফাইল (যেমন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড কিংবা PDF ফাইল) আপনার ওয়েবসাইটে রাখতে চান তবে "Uploaded Stuff" এর নিচে "upload" বোতামটি ক্লিক করে আপনার সেই ফাইলটি আপনার

কম্পিউটার থেকে গুগলের ওয়েবসাইটে আপলোড করুন। যদি ফাইলটির লিংক দিতে চান তবে সেই পাতাটি থেকে লিংক বোতামটি ক্লিক করে লিংক দিতে পারেন।

- গুগলে ওয়েবপেজ তৈরীর বিস্তারিত এর জন্য গুগলের হেল্প অংশটি পড়তে পারেন, যা খুব সহজ ভাষায় লিখা আছে http://www.google.com/support/pages
- **ব্লগ ও ওয়েবপেজের মধ্যে পার্থক্য:** ব্লগ মূলত অনলাইন ডাইরি বা জার্নাল এর মত, সেখানে আপনি নিয়মিত আপনার কথা লিখতে পারেন। আর ওয়েবপেজ হল সাধারণ তথ্য সমৃদ্ধ অংশ। যদি আপনি নিয়মিত পাঠকদের আপনার কথা পৌছাতে চান তবে ব্লগ ব্যবহার করুন। আর যদি বিশেষ কিছু সমন্ধে লিখতে চান তবে ওয়েবপেজ তৈরী করুন। ব্লগ তৈরীর জন্য www.blogger.com ব্যবহার করতে পারেন যা গুগলের তৈরী একটি সিস্টেম। ব্লগার এর ক্ষেত্রেও একই ভাবে বাংলায় সরাসরি টাইপ করে বাংলা লিখতে পারেন। বাংলায় ব্লগ তৈরীর জন্য এটি পড়ুন।
- **বাংলা ফন্ট embed করাঃ** আসলে আপনি বাংলায় টাইপ করে লিখলে পাঠকদের কম্পিউটারে বাংলা ফন্ট না থাকলে দেখতে অসুবিধা হবে। তবে বর্তমানে windows xp তে বাংলা সাপোর্ট করে তাই xp ব্যবহারকারীদের অসুবিধা হবেনা। তবে যদি আরো অনেক পাঠকদের কাছে আপনার বার্তা পৌছাতে চান যারা xp ব্যবহার করেনা, সেক্ষেত্রে বাংলা ফন্ট আপনার ওয়েবপেজে embed করতে পারেন। ফন্ট এমবেড করবার জন্য মাইক্রোসফটের WEFT ব্যবহার করুন। তবে এটি শুধু মাত্র এক্সপার্টদের জন্য। সহজ ভাষায় তা আমি তা পরবর্তিতে লিখব। আপাতত আপনি গুগল দিয়ে ইংরেজী বা বাংলায় আপনার ওয়েবসাইট তৈরী করুন।

পরিশেষেঃ অনলাইনে বাংলার ভান্ডারকে আমাদের আরো সমৃদ্ধ করতে হবে। আর ইউনিকোড বাংলা ব্যবহার করলে তা একটি স্টান্ডার্ড হিসাবে আপনার ওয়েবপেজটি তৈরী হবে। আপনার ওয়েবসাইটটি বাংলাতেই google, yahoo কিংবা অন্য কোন সার্চ ইঞ্জিন দিয়েই খুঁজা যাবে। তা শুধু মাত্র আমাদের জন্যই নয় আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য হলেও কম্পিউটারে বাংলাকে সমৃদ্ধ করতে হবে, বাংলায় তথ্য ভান্ডার বাড়াতে হবে। আমাদের সবার জীবনেই কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা রয়েছে বা থাকে যা উচিত সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়া। সুতরাং সবাই যদি আমাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা বাংলায় লিখে রাখি, নিঃসন্দেহে তা কারো না কারো উপকারে আসবে।

৬ই মার্চ ২০০৬

লেখক বর্তমানে আমেরিকায় মার্সাল বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক হিসাবে কর্মরত। কম্পিউটার/ইন্টারনেট সংক্রান্ত আপনার সমস্যা এবং বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উপর লেখকের অন্যান্য প্রবন্ধ পড়ুনঃ http://e-kobi.net